দৈনিক ইনকিলাব

091

তারিখ ...06 APR 1987...
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গনে

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

আমাদের দেশে ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের সাথে সাথে প্রাচীন শিক্ষাধারার পরিবর্তন ঘটেছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হতে আমরা ইংরেজী কায়দায় জীবন-যাপন শুরু করেছি। আশ্রমের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হলো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। গুরুর পরিবর্তে নাম হলো শিক্ষক। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য লুপ্ত হলো। শিক্ষার উদ্দেশ্য যেন হয়ে উঠলো অর্থ-উপার্জন। কোনরকমে একটি ডিগ্রী নিয়ে একটি চাকরি পেলেই হোল। দেশ কাল ও পাত্র-পাত্রীর ভেদাভেদে অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়। প্রাচীন কালের শিক্ষাচর্চাও নাই, সেই গুরু ভক্তিও নাই।

দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভাঙ্গন এবং বর্তমানে সভ্যতার মোহই আমাদের জীবন ধারাকে বদলিয়ে দিয়েছে।

শিক্ষকের জীবন তো আত্মত্যাগের। এই পথ ভোগের নয় ত্যাগের। শিক্ষক আদর্শবান হলে তার ছাত্ররা সাধারণত উচ্ছৃংখল হয় না। ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক যত মধুর হবে জ্ঞান চর্চাও তত গভীর ও নিবিড় হবে। আজকাল ছাত্ররা রাস্তা-ঘাটে দেখা হলে ও চলাফেরার সময় শিক্ষকদের যথোপযুক্ত সম্মান পর্যন্ত প্রদর্শন করে না। এর কারণ বিশ্লেষণের প্রয়োজন মনে করি না। কেননা সচেতন ব্যক্তি মাত্রই তা জানেন। ছাত্ররাই দেশের ভবিষ্যতের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তারা যদি সৎ ও মহৎ হয় তবে দেশের ভবিষ্যত ও উজ্জ্বল ও উন্নত হবে। তা না হলে দেশের উন্নতি না হয়ে অবনতিই হবে। উপসংহারে ছাত্র-শিক্ষকদের অতীতের মত মধুর সম্বন্ধ গড়ে উঠুক। এই প্রত্যাশা করি।

—এম, এ, শহীদ।

অস্ত্রমুক্ত শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হওয়ার মূলে রয়েছে নানা কারণ। এর প্রধান কারণ হচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে অস্ত্রের আমদানী। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়েই বলা চলে শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের ঝনঝনানীই শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। কার্যতঃ শিক্ষার্থী কিংবা শিক্ষক অস্ত্রের হুমকি উপেক্ষা করে শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু স্বাভাবিক কাজ চালিয়ে যেতে পারে না। ভীত সন্ত্রস্ত অভিভাবক মহল তাই এমন একটি সুদিনের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষারত যেদিন এই অশুভ পরিস্থিতির অবসান হবে। কিংবা হিংসায় লিপ্ত শিক্ষাঙ্গনগুলো হয়ে উঠবে আবার পবিত্র শিক্ষাঙ্গনে। শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের উপস্থিতি জনিত সমস্যা নিরসনের কথা অতীতেও অনেকবার উচ্চারিত হতে দেখা গেছে। কিন্তু বাস্তবে অগ্রগতি কিছুই ঘটেনি। এই না পারার প্রধান কারণ সমাজে বিরাজমান বিভিন্ন ক্ষমতা ও মতভেদ। বস্তুতঃ শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান হিংসা এমন জটিল হয়ে বিস্তার করেছে যে এর মূলোৎপাটন এককভাবে কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আর এ জন্যেই এ যাবৎ গৃহীত প্রতিটি উদ্যোগ গোটা কয়েক অস্ত্র উদ্ধারের মধ্যেমেই তার সমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু সেই উদ্ধারকৃত অস্ত্রের শূন্য স্থান পূরণেও তেমন বিলম্ব ঘটেনি।

এ সমস্যা সমাধানে প্রায়োজনীয় ও কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারলে তা কেবল শিক্ষাঙ্গনের এই সমস্যা নিরসনে সহায়কই হবে না, বরং সমাজে গণতান্ত্রিক পরিবেশের ক্ষেত্রেও রাখবে মূল্যবান অবদান।

—মোজাহারুল হক (বাবলু)